দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAY 22 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

ঠাকুরগাঁয়ে ৫টি বেসরকারি কলেজ যেন ডিগ্রি প্রদানের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

ঠাকুরগাঁ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার ৫টি বেসরকারি কলেজে নেই প্রয়োজনীয় ক্লাসরুম, শিক্ষক, লাইব্রেরি ও বইপুস্তক, পরিবেশ এবং আসবাবপত্রসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। অথচ এসব কলেজে দীর্ঘদিন ধরে ডিগ্রি ক্লাস চালু রয়েছে। আদতে এসব কলেজ হয়ে উঠেছে সস্তায় ডিগ্রি প্রদানের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। নকল এবং সহজে পাসের গ্যারান্টি থাকে বলে রানীশংকইল, রুহিয়া, সালান্দর ও গড়েয়া কলেজে সুদূর কক্সবাজার, বরিশাল, পটুয়াখালী ও কুমিল্লা জেলা থেকে প্রতিবছর অনেক ছাত্রছাত্রী বা বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থী এসে ভর্তি হয়ে থাকেন।

এসব কলেজে রয়েছে নিজস্ব পরীক্ষা কেন্দ্র। ফলে পরীক্ষায় চলে বেপরোয়া নকল, দুর্নীতি ও আর নানা অনিয়ম। আর এই সুযোগ লাভের জন্য শিক্ষার্থীদের ভিড় এসব কলেজে উপচে পড়ে। মোটা টাকার বিনিময়ে কলেজগুলোতে ভর্তি করা হয়। এই টাকা ভাগ-বাটোয়ারা হয় প্রশাসন, কলেজ পরিচালনা কমিটি, সমাজসেবী, সাংবাদিক ও শিক্ষকসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে।

নকলের কুখ্যাতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে রুহিয়া, রানীশংকইল এবং সালান্দর কলেজের ডিগ্রি পরীক্ষা কেন্দ্র একাধিকবার বাতিল করা হলেও বিশেষ ব্যবস্থা ও তদ্বিরের মাধ্যমে কেন্দ্রগুলোতে স্থগিতাদেশ একবারও কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

জনৈক কলেজ অধ্যক্ষ জানান, টাকা সবাই খান, বদনাম শুধু শিক্ষকদের। তিনি খোলামেলা বলেই ফেলেন, এবার মোট ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা খরচ করে আবার ডিগ্রি পরীক্ষা কেন্দ্র পুনর্বহাল করা হয়েছে। তার কথা থেকে আরো জানা গেল, এই টাকার যোগানদাতা হচ্ছে পরীক্ষার্থীরাই। বিনিময়ে শুধু পরীক্ষার্থীদের নকল করার এবং পাসের গ্যারান্টি দিতে হবে। ফলত এসব কলেজ হয়ে উঠেছে নকলের ইন্সটিটিউটস্বরূপ।

পরীক্ষায় বেপরোয়া নকল প্রতিরোধ, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনাসহ জেলার ২ হাজার ছাত্রছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিবগঞ্জ কলেজ, ফারাবাড়ী আবদুর রশিদ কলেজ ও ডি.এন. কলেজ (পীরগঞ্জ) তিনটিতে ডিগ্রি ক্লাস চালুর জন্য অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লিখিত কলেজগুলো এফিলিয়েশনের জন্য দরখাস্ত করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি ডিগ্রি ক্লাসের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন করে ইতিবাচক মতামতসহ বিতোমধ্যে রিপোর্টও দাখিল করেছেন।